গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা,ঢাকা।

ঢাকাঃ ০১ মার্চ, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দলকে রাজস্ব ফাঁকি রোধে সারাদেশে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ

শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং জানুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত সময়ের রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা বিষয়ক মাসিক রাজস্ব সম্মেলন গত ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগের সদস্যবর্গ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ মাঠ পর্যায়ে শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজস্ব সম্মেলনে রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি চোরচালান নিরোধ কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের চোরাচালান নিরোধে পুনর্গঠিত টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম নতুন উদ্যমে সমন্বিতভাবে পরিচালনার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সভায় সর্বসম্মতভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা নিম্নরূপঃ

১) চোরাচালান নিরোধে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন এর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়মিত যোগাযোগ ও টিমওয়ার্কের মাধ্যমে চোরাচালান নিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

২) বিভাগীয় কমিশনারদের নেতৃত্বে আঞ্চলিক পর্যায়ে চোরাচালান নিরোধে টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে ফলাফলভিত্তিক ও ফলপ্রসূ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এতদ্সংক্রান্ত সকল সভায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলার প্রতিনিধিদের যোগদান নিশ্চিতকরণপূর্বক সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং

৩) সারাদেশে যে সব অসৎ ব্যবসায়ী রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে, মানিলন্ডারিং করছে এবং চোরাচালান সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি), শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর এবং মূসক গোয়েন্দা অধিদপ্তরসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, র‍্যাব, এনএসআই, ডিজিএফআই, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পুলিশ-রেলওয়ে রেঞ্জ) এর সাথে সমন্বয় করে যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে পুনর্গঠিত চোরাচালান নিরোধ কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সকে অবহিতকরণপূর্বক অন্যান্য সকল সংস্থার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। কমিশনারগণকে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে থাকতে এবং অধীনস্থ সকল অফিস নিয়মিতভাবে পরিদর্শন/মনিটরিং করতে হবে।

সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক সমাপনী বক্তব্যে বলেন, চোরাচালান ও মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। এর ফলে রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। তাই, চোরাচালান ও মানিলন্ডারিং নিরোধে সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে। এসময় তিনি আরো বলেন, সরকার ঘোষিত "রূপকল্প-২০২১" এবং ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এজন্য আমাদেরকে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করতে হবে পাশাপাশি রাজস্ব-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব, করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখাসহ নিজ নিজ কর্ম ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিপালন, শুদ্ধাচার চর্চা, সুনাম ও সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মকভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বর্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

০১.০৩.২০১৬

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।